সংবাদ

তারিখ JUL 2013 ....
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৬

আগামী শিক্ষাবর্ষে ১৩শ' গ্রামে নতুন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু হচ্ছে

● ৫২২টির কাজ সম্পন্ন

রাকিব উদ্দিন

প্রাথমিক বিদ্যালয়বিহীন দেশের ১৫শ' গ্রামে একটি করে নতুন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এর মধ্যে আগামী শিক্ষাবর্ষেই নির্মাণাধীন ১৩শ' বিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হবে। বাকি ২শ' বিদ্যালয়বিহীন গ্রামেও নতুন বিদ্যালয় নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন আছে। ইতোমধ্যে ৫২২টি গ্রামে বিদ্যালয় নির্মাণের কাজ পুরোপুরি শেষ হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের জন্য দুই হাজার ৬১০টি শিক্ষকের পদ সৃষ্টিরও অনুমোদন দিয়েছে সরকার। নির্মাণকাজ শেষ বা কিছুটা বাকি রয়েছে, এমন ১৪০টি বিদ্যালয়ে নিয়োগের জন্য ৭২৫টি শিক্ষকের পদ সৃষ্টির বিষয়টিও এখন প্রক্রিয়াধীন আছে।

এছাড়াও যেসব প্রতিষ্ঠানের নির্মাণকাজ ৫০ ভাগ সম্পন্ন হয়েছে সেসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের পদ সৃষ্টির বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য এই সপ্তাহে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠানো হচ্ছে বলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের

আগামী : পৃষ্ঠা : ২ ক : ১

আগামী : শিক্ষাবর্ষে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। তারা জানান, প্রথম পর্যায়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রতি স্কুলে গড়ে পাঁচটি সহকারী শিক্ষকের পদ সৃষ্টির অনুমোদন দিয়েছে। তবে পর্যায়ক্রমে প্রতি স্কুলে ১৪টি সহকারী শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা হবে।

এ বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-প্রধান (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) ড. ইমতিয়াজ মাহমুদ সংবাদকে জানান, 'প্রায় ১৩শ' বিদ্যালয়ের নির্মাণকাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে আছে। এর মধ্যে ৫২২টি গ্রামে বিদ্যালয় নির্মাণের কাজ পুরোপুরি শেষ হয়েছে, বাকি ২শ' বিদ্যালয়ের নির্মাণকাজও শীঘ্রই শুরু হবে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, দেশের প্রায় দুই হাজার ১০০ গ্রামে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। ফলে এসব এলাকার দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানরা লেখাপড়ার সুবিধা থেকে বঞ্চিত। কিন্তু গ্রামে দু'একটি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বা কিন্ডারগার্টেন থাকলেও সেগুলোতে পাঠদান ব্যয়বহুল। তাই সব শিশু বিদ্যালয়ের আওতায় আসছে না। মহাজোট সরকার ২০১৩ সালের মধ্যে দেশের সব শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করতে জোটের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ও জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর আলোকে বিদ্যালয়বিহীন গ্রাম বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া, পশ্চাৎপদ, চর-হাওর-বাওড়, পাহাড়ি এলাকায় একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়।

সেই আলোকেই নতুন শিক্ষানীতির আলোকে ২০১০ সালের প্রথম দিকে এক হাজার ৫০০টি নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয় ৭৫০ কোটি টাকা। গড়ে প্রতি স্কুলের জন্য সরকারের ব্যয় হচ্ছে প্রায় ৫০ লাখ টাকা। প্রকল্পের মেয়াদ ধরা হয় ২০১১ সালের জুন থেকে ২০১৪ সালের জুন নাগাদ। এই অর্থবছরে এই প্রকল্পে বরাদ্দ আছে ১৫০ কোটি টাকা। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) স্কুল নির্মাণের কাজ করছে।

১,৫০০ স্কুল নির্মাণ প্রকল্পের পরিচালক এলজিইডির সিনিয়র প্রকৌশলী আমিনুর রশীদ সংবাদকে জানান, চলতি শিক্ষাবর্ষে নতুন ২০০টি স্কুলে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আগামী শিক্ষাবর্ষের আগেই মোট ১৩শ' বিদ্যালয়ের নির্মাণকাজ পুরোপুরি শেষ হবে।

তিনি আরও জানান, সর্বনিম্নে বর্তমানে পাঁচ শতাধিক স্কুলের নির্মাণকাজ পুরোপুরি শেষ হয়েছে। ৬০০ বিদ্যালয়ের নির্মাণকাজ চলমান বা শেষ পর্যায়ে আছে। সম্প্রতি ১০০ [illegible] দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। আর বাকি ২০০ বিদ্যালয় নির্মাণের জমি চিহ্নিত করা হয়েছে।

তিনি বলেন, 'প্রথমে জমি পাওয়া নিয়ে কিছুটা জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ [illegible] বিনামূল্যে জমি দিতে চাননি। কিন্তু একপর্যায়ে স্থানীয় লোকজন বিনামূল্যে জমিদান করায় এ প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে।

জানা গেছে, দুটি ক্রাইটেরিয়ায় স্কুল প্রতিষ্ঠার স্থান নির্বাচন হয়। একটি হলো- যে গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হবে সে গ্রামে কমপক্ষে দুই হাজারের বেশি জনসংখ্যা থাকতে হবে এবং সে গ্রামের দুই কিলোমিটারের মধ্যে কোন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সে গ্রামকে প্রাধান্য দেয়া হবে। স্কুলের স্থান নির্বাচনে বন্যায় নদী ভাঙন ও শিশুদের যাতায়াত সুবিধাও বিবেচনায় নেয়া হচ্ছে। বন্যার সময় যাতে স্কুল পানিতে ডুবিয়ে না যায় সে স্থানেই স্কুল নির্মাণ করা হচ্ছে।